মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
ক লি কা তা

* চতুঃসপ্ততিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে *

প্রকাশক :
পীযূষ দাশগুপ্ত
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ
১২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

মুদ্রক :
শ্রীসন্তোষ সাহা
সেঞ্চুরি প্রিণ্টার্স
২০ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা ৫

দাম : ·৫০ নঃ পঃ

কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা একনিষ্ঠ বিপ্লবী, সুলেখক, প্রবীণ কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ-এর ৭৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা ভারতের কমিউনিস্ট-পার্টি, শ্রমিকশ্রেণী, বুদ্ধিজীবী, কৃষক ও মেহনতী মানুষের পক্ষ হইতে তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক প্রীতি-অভিনন্দন জানাইতেছি। ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদের অবদান অপরিমেয়। তরুণ বয়স হইতে শুরু করিয়া বার্ধক্যকাল পর্যন্ত ভারতে কমিউনিজম্ প্রতিষ্ঠার সাধনায় ও কর্মে এবং মার্কসবাদ, সমাজবাদ ও কমিউনিস্ট মতাদর্শ প্রচারের জন্য তিনি নিজের জীবনকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়াছেন এবং আজও ৭৪ বৎসর বয়সে পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী ও নেতারূপে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। তিনি পার্টির নেতৃত্বের অগ্রসারিতে থাকিয়া পার্টির দৈনন্দিন কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেছেন। বর্তমানে কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ কংগ্রেসী শাসনের কবলে ভারতরক্ষা আইনে বিনা বিচারে দমদম কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক আছেন। তাঁহার বলিষ্ঠ ও বৈপ্লবিক রাজনীতি ও মতাদর্শের জন্য তিনি এই ৭৪ বৎসর বয়সেও কারানির্যাতন ভোগ করিতেছেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রসিদ্ধ নেতা, অক্লান্ত এবং নিরলস কর্মী, সর্বজনপ্রিয় এবং সকলের শ্রদ্ধার্হ কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ আজ কারাপ্রাচীরান্তরালে

আবদ্ধ থাকিলেও তাঁহার অন্তঃকরণ ও চিন্তা জনগণের সহিত রহিয়াছে। আমরা আশা করি দেশের বিপ্লবী জনসাধারণ এবং তাঁহার গুণমুগ্ধ বন্ধুগণ, তাঁহার ৭৪তম জন্ম-বার্ষিকীতে কমরেড আহ্‌মদের প্রতি গভীর প্রীতি আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করিবেন।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের সোমবারে (বাংলা শ্রাবণ) অবিভক্ত বাংলার নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত বঙ্গোপসাগর বক্ষে ফেনিল জলরাশি পরিবেষ্ঠিত সন্দ্বীপ নামক দ্বীপের মুসাপুর গ্রামে কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে সন্দ্বীপ পূর্বপাকিস্তানের চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্ভুক্ত। তাঁহার পিতা মুন্সী মনসুর আলী সাহেব ছিলেন একজন মোক্তার। কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদের আরো তিনজন অগ্রজ সহোদর ভ্রাতা ছিলেন—মহব্বত আলী, মকবুলী আহমদ ও খুরসীদ আলম। তাঁহারা কেহই আজ আর জীবিত নাই। কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের স্ত্রী ও কন্যা পূর্ব পাকিস্তানে রহিয়াছেন।

কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ সন্দ্বীপের কার্গিল হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন, অতঃপর তিনি নোয়াখালী জেলা স্কুল হইতে ১৯১৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় (ম্যাট্রিকুলেশন) পাশ করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশের পরেই তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন এবং ১৯১৩ সালেই কলিকাতা আগমন করেন। হুগলী মহসীন কলেজে তিনি দুই-তিন মাস আই-এ ক্লাসে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; পরে বঙ্গবাসী কলেজেও কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। কলেজ ত্যাগ করার পরে তিনি কিছুদিনের জন্য বাংলা সরকারের অনুবাদ-দপ্তরে উর্দু হইতে ইংরেজী অনুবাদকের কাজ করিয়াছিলেন। জীবিকার জন্য বিভিন্ন সময়ে তিনি বিভিন্ন চাকুরী করিয়াছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে ভারতীয় জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের

প্রভাবে কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদও রাজনৈতিক আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। প্রগতিশীল সাহিত্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ও অনুরাগ ছিল। ১৯১৮-১৯ সালে তিনি "বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি"তে যোগদান করেন—এই সমিতির অফিস ছিল ৩২ নং কলেজ স্ট্রীটে। 'বঙ্গীয় মুসলিম সমিতির' পক্ষ হইতে 'বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়; কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁহার পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি এই সমিতির সহকারী ও একমাত্র সব-সময়ের কর্মী ছিলেন। 'বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা'র প্রকাশনা সম্পর্কে যাবতীয় কাজই তাঁহাকে করিতে হইত। পত্রিকাটির সম্পাদনার অনেক কিছু কাজও তিনি করিতেন। এই পত্রিকার সূত্রেই কমরেড মুজফ্‌ফরের সঙ্গে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। করাচীর সেনা-নিবাস হইতে নজরুল যে সব গল্প ও কবিতা পাঠাইতেন মুজফ্‌ফর আহমদ সেগুলি পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করিতেন। পল্টন হইতে ফিরিয়া ১৯২০ সালে নজরুল ইসলাম 'বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি'র অফিসে ওঠেন। এখানেই নজরুল ইসলামের সহিত মুজফ্‌ফরের যে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা কোনো কালে ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

১৯১৭ সালের মহান রুশ বিপ্লবের আদর্শগত প্রভাবে প্রাচ্যে এবং ঔপনিবেশিক দেশসমূহে জাতীয় বৈপ্লবিক স্বাধীনতার আন্দোলন নূতন রূপ পরিগ্রহ করিল। ১৯২০ সালে কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনাল বা থার্ড ইণ্টারন্যাশনালের (কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক) দ্বিতীয় অধিবেশনে মহান বিপ্লবী লেনিনের নেতৃত্বে ঔপনিবেশিক দেশগুলির বিপ্লবের কর্মসূচি গৃহীত হওয়ার পরে প্রাচ্যদেশসমূহে—চীনে এবং ভারতবর্ষেও জাতীয়

বৈপ্লবিক স্বাধীনতার সংগ্রাম, গণ-বিপ্লব, কৃষক-অভ্যুত্থান তীব্রতর হইয়া উঠিল। ১৯২১ সালে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন এবং কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলন সমগ্র ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিভূমিকে টলটলায়মান করিয়া তুলিল।

১৯২০ সালে ভারতের বিভিন্ন শ্রমিক সংঘগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া 'অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' তথা সর্বভারতীয় শ্রমিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল। যদিও প্রথম যুগের শ্রমিক নেতারা ছিলেন সংস্কারবাদী তথাপি একদিকে জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম—অসহযোগ আন্দোলন, অপরকে সমগ্র ভারতব্যাপী বিপুল শ্রমিক আন্দোলন ও কৃষক জাগরণ ভারতের জনসাধারণের বৈপ্লবিক চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিল।

এই সময় হইতে কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের জীবনেও এক নূতন বৈপ্লবিক দিগন্ত উন্মুক্ত হইল। ১৯২১ সালের শুরুতে দেশত্যাগী ভারতীয় মহাজিরিন বিপ্লবীদের লইয়া মধ্যএশিয়ার তাসখন্দে এবং পরবর্তীকালে মস্কো শহরে ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সহিতও কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। লোকমারফৎ ও পত্র দ্বারা এই যোগাযোগ দৃঢ়তর হয়। ১৯২০ সালেই কমরেড মুজফ্‌ফর সর্বক্ষণের রাজনৈতিক কর্মী হওয়ার সিদ্ধান্ত করেন। তখন তিনি 'মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা' ত্যাগ করেন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে নজরুল ও অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। রুশ বিপ্লবের আদর্শে শ্রমিক-কৃষকের বৈপ্লবিক আন্দোলন গঠনে আত্মনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করেন। ধাপে ধাপে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া তিনি আগাইয়া চলেন। ১৯২০ সালের মাঝামাঝি সময়ে

মুজফ্‌ফর ও নজরুলের পরামর্শে ও উদ্যোগে মৌলবী এ কে ফজলুল হক সাহেব "নবযুগ" নামে একটি সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। কলিকাতার ২২ নং টার্নার স্ট্রীটে ছিল 'নবযুগের' ছাপাখানা এবং ৬ নং টার্নার স্ট্রীটের নীচের তলায় দুইখানা ঘরে ছিল 'নবযুগের' অফিস। টার্নার স্ট্রীটের নাম পরিবর্তিত হইয়া বর্তমানে নবাব আব্দুর রহমান স্ট্রীট হইয়াছে। 'নবযুগের' যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও কাজী নজরুল ইসলাম। পরে যখন ফজলুল হক্ কাগজের মালিকনা হস্তান্তর করেন তখন মুজফ্‌ফর কাগজের সম্পর্ক ত্যাগ করেন।

কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ ও নজরুল প্রথমে মাকুইস লেনের একটি বাড়ির দোতলার এক ঘরে থাকিতেন এবং পরে ৮ নং টার্নার স্ট্রীটের একটি বাড়িতে উঠিয়া যান। সেখান হইতে বাসা পরিবর্তন করিয়া তিনি ৩।৪ সি, তালতলা লেনের বাড়িতে বসবাস আরম্ভ করেন। এই তালতলা লেনের বাড়িতেই কমরেড মুজফ্‌ফরের সহিত আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হওয়ার পর কমরেড মুজফ্‌ফর সম্পূর্ণভাবে রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি খিদিরপুরে জাহাজী খালাসীদের সহিতও যোগাযোগ রাখিতেন। বিভিন্ন শ্রমিক সভায় তিনি যোগ দিতেন। তিনি অন্য কোন রাজনীতিক পার্টিতে বা আন্দোলনে যোগদান করেন নাই। তিনি প্রথম হইতেই শ্রমিক সংগঠন এবং কমিউনিস্ট মতবাদ প্রচারে সচেষ্ট হন। রুশ নভেম্বর-বিপ্লবের অপূর্ব সাফল্য তাঁহার চেতনাকে প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছিল। তিনি এই সময় হইতে কমিউনিস্ট সাহিত্য অধ্যয়ন ও কমিউনিস্ট মতবাদ প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং শ্রমিকদের সহিত নিবিড়ভাবে মিশিতে থাকেন।

ভারতে কমিউনিস্ট সাহিত্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল; ভারতের বুদ্ধিজীবী মানুষ বৈপ্লবিক মার্কসীয় মতবাদ, দর্শন ও আদর্শের সঙ্গেও সেযুগে বিশেষ পরিচিত ছিলেন না। কমরেড মুজফ্‌ফর অতি গোপনে কমিউনিস্ট পুস্তকাদি ও পত্রপত্রিকা সংগ্রহ করিয়া সেইগুলির ভিত্তিতে কমিউনিজম্-এর আদর্শ প্রচারে অগ্রসর হইলেন। সঙ্গী হিসাবে পেলেন তরুণ ও আদর্শনিষ্ঠ আব্দুল হালীমকে। এই সময় তাঁহার কর্মজীবনের চলার পথ ছিল অত্যন্ত বিপদসংকুল। তিনি নিঃসম্বল, সহায়হীন, কপর্দকহীন অবস্থায় অনশনক্লিষ্ট জীবন যাপন করিতেন। একদিকে দুঃখকষ্ট দারিদ্রের সহিত একটানা কঠোর সংগ্রাম করিয়া চলিতেন, অপরদিকে পুলিসের কড়া সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া গোপনে প্রচারকার্যে লিপ্ত থাকিতেন; গোয়েন্দা পুলিস সারাক্ষণ তাঁহার প্রতিটি পদক্ষেপ ও গতিবিধি অনুসরণ করিয়া চলিত। এই সময়ে কমরেড মুজফ্‌ফরের থাকিবার কোন নির্দিষ্ট বাসস্থানও ছিল না। তিনি কখনো কখনো ৭ নং মৌলবী লেনে বন্ধুবর কুত্‌বুদ্দীন আহমদের বাড়িতে থাকিতেন। কখনো বা ৩ নং গুমঘর লেনে তাঁহার এক প্রাক্তন ছাত্রের বাড়িতে রাত্রিযাপন করিতেন। সেই সময় তাঁহার এই কঠোর জীবনের একমাত্র সঙ্গী ছিলেন কমরেড হালীম। কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সে যুগের দুঃখময়, অথচ রোমাঞ্চকর জীবনের কাহিনী স্মরণ করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ বোম্বাই-এ ডাঙ্গে, ও অন্য প্রদেশের সম-মতাবলম্বী বন্ধুদের সহিতও সংযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন।

১৯২২ সালে বোম্বাই-এ ডাঙ্গের পরিচালনায় 'সোশ্যালিস্ট' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পত্রিকা মারফৎ রুশ বিপ্লব, এবং কমিউনিস্ট মতবাদ, চিন্তাধারা, মার্কসীয় দর্শন সম্পর্কে কিছু কিছু

প্রচারকার্য আরম্ভ হইয়াছিল। তাহা ছাড়া বোম্বাই হইতে কিছু কিছু কমিউনিস্ট সাহিত্য প্রকাশিত হইয়াছিল। রুশ বিপ্লবের জনপ্রিয়তা ও সাফল্যে ভারতের ব্রিটিশ সাম্রজ্যবাদী গভর্নমেণ্ট ভারতে বিপ্লবের আশঙ্কায় অত্যন্ত ভীতিগ্রস্ত হইয়া উঠিল এবং ইহাকে দমন করিবার জন্য বিশেষ তৎপর হইয়া উঠিল, যাহাতে ভারতে কমিউনিস্ট প্রভাব ছড়াইয়া না পড়ে। গভর্নমেণ্ট ভারতে কমিউনিস্ট মতবাদ ও আদর্শ প্রচারে বাধা দিবার জন্য সর্ব রকম প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করিল। ডাকযোগে যাহাতে আমাদের দেশে কমিউনিস্ট সাহিত্য প্রবেশ না করিতে পারে তাহার জন্য পোস্ট অফিসে সেন্সর-প্রথা চালু করিল। সি-কাস্টম্‌স্ আইন-অনুসারে কমিউনিস্ট পত্রিকা ও পুস্তক বাজেয়াপ্ত করিতে লাগিল।

১৯২১ সালে 'নবযুগ' সম্পাদনাকালে কমরেড মুজফ্‌ফর ভারতের শ্রমজীবী মেহনতী মানুষ এবং বিশেষভাবে জাহাজী শ্রমিকদের জীবনের সমস্যা এবং শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দাবি ও সমস্যাবলী সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লেখেন। তিনি রুশ বিপ্লব মার্কসবাদ ও বৈপ্লবিক শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালাভ ও জ্ঞানার্জন করিবার উদ্দেশ্যে কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যশনালের চতুর্থ অধিবেশনে (১৯২২) যোগদান করিতে যাইবার জন্য ভারত ত্যাগের প্রচুর চেষ্টা করেন। কিন্তু পুলিসের তীক্ষ্ন নজর এবং অন্যান্য অসুবিধার জন্য শেষ পর্যন্ত দেশত্যাগে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।

১৯২২ সালে কাজী নজরুল ইসলাম যখন "ধূমকেতু" নামক অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করেন, কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ "দ্বৈপায়ন" ছদ্মনামে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে তাহাতে কতকগুলি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

১৯২০-২২ সালের মধ্যে ভারতের শ্রমিক আন্দোলন এক বিশিষ্ট স্তরে উত্তীর্ণ হইল। ভারতের ব্রিটিশ-গভর্নমেণ্ট কমিউনিস্ট ভীতি ও 'লাল আতঙ্কে' আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। মধ্য এশিয়ায় কমিউনিস্ট সাফল্যে ভারত গভর্নমেণ্ট আরো ভীতিগ্রস্ত হইয়া পড়িল। ১৯২২ সালের শেষ ভাগে গয়া কংগ্রেসের অধিবেশনে ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচি-সংবলিত এক সুদীর্ঘ ইশ্‌তেহার প্রচারিত হইল। তাহার পূর্বে ১৯২১ সালে আমেদাবাদ কংগ্রেসেও এক ম্যানিফেস্টো প্রচারিত হইয়াছিল। দেশময় বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। ভারতের ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টও কমিউনিস্ট প্রচার বন্ধ করিবার জন্য সর্বপ্রকার কৌশল ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। কলিকাতার গোয়েন্দা পুলিসের চর দিবারাত্র কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদকে অনুসরণ করিতে লাগিল। পুলিসের সতর্কদৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়া কমরেড মুজফ্‌ফর গুপ্ত আড্ডায় তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও কমরেডদের সহিত মিলিত হইতেন। বিদেশ হইতে যে সব কমিউনিস্ট পুস্তক, সাহিত্য ইত্যাদি আসিত, সেগুলি বিভিন্ন স্থানে বিলি করিতেন। 'ভ্যানগার্ড' 'অ্যাডভান্স গার্ড' 'ইণ্টারন্যাশনাল প্রেস করেসপণ্ডেন্স', 'মাসেস অব্ ইণ্ডিয়া,' 'কমিউনিস্ট 'ইণ্টারন্যশনাল' প্রভৃতি কমিউনিস্ট পত্রপত্রিকা আসিত। এই সময়ে হঠাৎ গোয়েন্দা পুলিসের তৎপরতা বৃদ্ধি পাইল এবং তাঁহারা কমরেড মুজফ্‌ফরের গতিবিধির প্রতি খুব কড়া নজর রাখিল। ১৯২৩ সালের প্রথম দিকে তাঁহাকে এক পাগলা কুকুরে কামড়াইলে তিনি চিকিৎসার জন্য শিলং যান। শিলং হইতে ফিরিবার পর পুলিস পুনরায় তাঁহার গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখিল। ঠিক সেই সময় মস্কো হইতে ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া শওকৎ উসমানী কমরেড মুজফ্‌ফরের সহিত গোপনে কলিকাতায় সাক্ষাৎ করেন। ১৯২৩ সালে আর একটি বিশিষ্ট

ঘটনা ঘটিল। মস্কো প্রাচ্য-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষালাভ করিয়া ১৯২৩ সালে উত্তুঙ্গ হিমালয়ের পামীর মালভূমি অতিক্রম করিয়া আব্দুল মজীদ, গওহর রহমান, মনসুর, হাবীব প্রমুখ মহাজিরিন বিপ্লবীগণ ভারতে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে পেশোয়ারের দায়রা-আদালতে 'বলশেভিক ষড়যন্ত্রের' মামলা দায়ের করা হয়। তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তাঁহারা ভারত সম্রাটকে ভারতভূমি হইতে উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। ভারত সম্রাটকে এদেশ হইতে উচ্ছেদ করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত মস্কো প্রাচ্য-বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন। কমরেড মুজফ্‌ফরের পক্ষে আর বেশীদিন নির্বিঘ্নে গোপন কার্য পরিচালনা করা ক্রমশ অসম্ভব হইয়া উঠিল। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট চুপচাপ বসিয়া থাকিলেন না। সুযোগমতো সরকারও আক্রমণ করিল। ১৯২৩ সালের মে মাসে পুলিস মুজফ্‌ফর আহমদকে গ্রেপ্তার করিয়া লালবাজার হাজতে নিক্ষেপ করিল। কমরেড মুজফ্‌ফর-এর গ্রেপ্তারকালে কলিকাতা ও শহরতলিতে, এমনকি ২৪ পরগণার সুদূর পল্লীগ্রাম হাকিমপুরেও, কমিউনিস্ট পুস্তক ও পত্রিকা উদ্ধারের জন্য ব্যাপক খানাতল্লাশি হইয়াছিল। কমরেড মুজফ্‌ফরকে ৭ নম্বর মৌলবী লেন হইতে পুলিস গ্রেপ্তার করে এবং কুতবুদ্দীন আহমদের বাড়ি তন্ন তন্ন করিয়া খানাতল্লাশি করা হয়। রুশ বিপ্লব, মার্কসীয় দর্শন ও অর্থনীতি বিষয়ে বহু পুস্তক কুতুব সাহেব ক্রয় করিয়াছিলেন। লেনিনের 'লেফ্‌ট উইং কমিউনিজম,' জন রীডের বিখ্যাত পুস্তক 'টেন-ডেজ দ্যাট শুক্ দি ওয়ার্ল্‌ড্' উইলিয়ম রাইজের 'থ্রু দি রাশিয়ান রিভলিউশন' প্রভৃতি বিস্তর বই কলিকাতার পুস্তকালয়গুলি হইতে ক্রয় করা হইয়াছিল। এই সব পুস্তকের মারফতেই আমাদের কমিউনিস্ট মতবাদ শিক্ষায় হাতেখড়ি হইয়াছিল।

কলিকাতা স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার মিঃ কীড্ মুজফ্ফরকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন। সপ্তাহাধিককাল লালবাজারে আটক রাখার পর মুজফ্ফরকে ১৮১৮ সালের তিন রেগুলেশন আইনানুসারে আটক রাখা হয়। তিনি কলিকাতার আলিপুর জেল, ঢাকা সেণ্ট্রাল জেল ও প্রেসিডেন্সি জেলে আটক ছিলেন।

১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারত গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে সেণ্ট্রাল ইণ্টালিজেন্স ব্যুরোর ডাইরেক্টার কর্নেল কেইরী কানপুরের আদালতে কমরেড মুজফ্ফর, ডাঙ্গে প্রভৃতির নামে স্পেশাল কোডের ১২১ ক ধারায় ষড়যন্ত্রের অভিযোগ দায়ের করেন। এই মামলার জন্য কমরেড মুজফ্ফরকে কানপুর জেলে লওয়া হয়। ভারত সম্রাটকে ভারতের শাসনক্ষমতা হইতে বঞ্চিত ও উচ্ছেদ করার অভিযোগ আনা হয়। কানপুর বলশেভিক (কমিউনিস্ট) ষড়যন্ত্র মামলা নামে ইহা প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই মামলার অন্য অভিযুক্তদের মধ্যে ছিলেন ডাঙ্গে, উসমানী ও নলিনী গুপ্ত। দায়রা জজ্ মিঃ হোমের আদালতে এই মামলার বিচার হয়। কুখ্যাত মিঃ হোম চৌরিচৌরা মামলায় ১৭২ জন কৃষকের ফাঁসির হুকুম দিয়াছিলেন। কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলায় কমরেড মুজফ্ফর সহ সকলেরই চারি বৎসর কঠোর কারাদণ্ড হয়। এই মামলায় আরো যাঁহারা অভিযুক্ত হইয়াছিলেন গভর্নমেণ্ট তাঁহাদের সকলকে কোর্টে হাজির করিতে পারেন নাই। মানবেন্দ্রনাথ রায় ইউরোপে ছিলেন। মাদ্রাজের সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহার উপর হইতে মামলা উঠাইয়া লওয়া হইয়াছিল। যাহা হউক, এই সর্বপ্রথম সংবাদপত্র মারফত ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অস্তিত্ব সম্পর্কে জনগণ অবগত হইতে পারিলেন। বিস্তারিতভাবে মামলার বিবরণ ভারতের শ্রমিকশ্রেণী ও সাধারণ মানুষের

মধ্যে প্রচারিত হইল। দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে এলাহাবাদ হাইকোর্টে আপিল করা হইয়াছিল। কিন্তু হাইকোর্ট তাহা বাতিল করিয়া দেন। দণ্ডিত সাধারণ কয়েদীরূপে কমরেড মুজফ্‌ফরকে যুক্তপ্রদেশের (উত্তর প্রদেশ) রায়-বেরিলী জেলে প্রেরণ করা হয়। এই জেলেই কারাদণ্ড ভোগকালে তিনি কঠিন যক্ষা রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। জেলের কঠোর অবস্থায় ও পরিশ্রমে তাঁহার শরীর নিস্তেজ ও পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার ওজন মাত্র ৭৬ পাউণ্ডে নামিয়া গিয়াছিল। ফলে গভর্নমেন্ট তাঁহার কারা-দণ্ড কাল শেষ হইবার পূর্বেই স্বাস্থ্যের কারণে আলমোড়া জেল হইতে মুক্তি প্রদান করেন। ১৯২৫ সালের মাঝামাঝি জেল হইতে মুক্তি পাইবার পর কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য কয়েক মাস হিমালয় পাহাড়ে অবস্থিত আলমোড়া শহরে অবস্থান করেন।

১৯২৫ সালের ১৬ জুলাই এবং ২১শে অক্টোবর কানপুরের জনৈক সত্যভক্ত ভারতের প্রথম প্রকাশ্য কমিউনিস্ট সম্মেলনের নামে তাহার প্রস্তুতি হিসাবে উপর্যুপরি দুইটি ইশ্‌তেহার প্রচার করেন। ১৯২৫ সালের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে কানপুরে এই কনফারেন্সের অধিবেশন হয়। মাদ্রাজের প্রবীণ উকিল সিঙ্গারভেলু চেট্টিয়ার এই সম্মেলনের সভাপতির আসন গ্রহণ করিাছিলেন। বোম্বাই হইতে ঘাটে, নিম্বকর ও জোগলেকার এই সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন; বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা হসরৎ মোহানীও যোগদান করিয়াছিলেন। সত্যভক্ত আসলে কমিউনিস্ট ছিলেন না। তিনি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট মতবাদ ও আন্দোলনের বিরুদ্ধেই ছিলেন এবং ভারতে "জাতীয়" কমিউনিস্ট পার্টি গঠন তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এবং তদুদ্দেশেই কানপুরে এই কমিউনিস্ট সম্মেলন ডাকিয়াছিলেন। কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ আলমোড়া হইতে কলিকাতা প্রত্যাগমনের পথে কানপুরে

অবতরণ করেন এবং কমিউনিস্ট কনফারেন্সেও যোগদান করেন। সম্মেলনে সত্যভক্তের অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তিনি সংখ্যালঘু হইয় পড়েন। সম্মেলন হইতে একটি কমিটি নির্বাচিত হয়। কমরেড ঘাটে নবগঠিত কমিউনিস্ট পার্টির যুগ্ম সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। এখানেই ঘাটের সহিত কমরেড মুজফ্‌ফরের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশ্য অফিস নামে-মাত্র দিল্লীর চাঁদনী-চক বাজার অঞ্চলে স্থাপিত হইয়াছিল ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেখান হইতে পার্টির কোনোপ্রকার কার্য পরিচালিত হইত না। ঘাটে দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ায় দিল্লীর পার্টি অফিসও উঠিয়া যায়। কানপুর কমিউনিস্ট সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব কার্যকরী করার কোন প্রচেষ্টা হয় নাই। কমরেড মুজফ্‌ফরের উদ্যোগে বোম্বাই ও কলিকাতার কমিউনিস্টদের লইয়া একটি গোপন পার্টি কমিটি গঠিত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে তাঁহারাই "শ্রমিক কৃষক দল"এর ভিতর দিয়া কমিউনিস্ট পার্টির নীতিকে কার্যকরী করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই সমস্ত কার্যে কমরেড মুজফ্‌ফর সক্রিয় ভূমিকা ও উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রোগ হইতে আরোগ্যলাভের পর কমরেড মুজফ্‌ফর যখন কানপুরে কমিউনিস্ট কনফারেন্সে যোগদানকালে বোম্বাই-এর কমরেডদের সহিত একত্রে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের পরিকল্পনায় ব্যস্ত ছিলেন, ঠিক সেই সময়েই ১৯২৫ সালের ১লা নভেম্বর কলিকাতায় আর একটি নূতন পার্টি আত্মপ্রকাশ করে। এই পার্টির নামকরণ হয় "ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির অন্তর্ভুক্ত মজুর স্বরাজ পার্টি" ("লেবার স্বরাজ পার্টি অব দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস")। ইহার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন হেমন্তকুমার সরকার, কুতবুদ্দীন আহমদ, শামসুদ্দীন হোসেন ও কাজী

নজরুল ইসলাম। "মজুর স্বরাজ-পার্টি" গঠনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পার্টির মুখপত্র হিসাবে "লাঙল" নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থাও হয়। "লাঙলে"র প্রধান পরিচালক ছিলেন নজরুল ইসলাম। ১৯২৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর "লাঙল"-এর প্রথম সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করে। ৩৭ নম্বর হ্যারিসন রোডের দোতলায় উত্তর কোণে দুইখানা ঘরে "লাঙলে"-এর অফিস খোলা হইয়াছিল। প্রথম সংখ্যাতেই নজরুলের প্রখ্যাত "সাম্যবাদী" কবিতাটি প্রকাশিত হয়। কমিউনিস্ট কর্মীরাই পত্রিকা পরিচালনায় প্রধান উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ ডিসেম্বর মাসের শেষে কানপুর হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন এবং ৩৭ নম্বর হ্যারিসন রোডে বসবাস করিতে লাগিলেন। তিনি "লাঙল"-এর পরিচালনার দায়িত্বও গ্রহণ করিলেন। কমরেড হালীমও তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। কমরেড হালীমের সহিত মুজফ্‌ফরের ১৯২২ সালেই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হইয়াছিল এবং সেই সময় হইতেই আজ পর্যন্ত কমরেড মুজফ্‌ফরের চলার সাথী হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের কাজে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং আজীবন কমরেড মুজফ্‌ফরের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছেন। আরো বহু কমরেড মুজফ্‌ফরের সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছিলেন।

"লাঙল"-এর পরিচালনার মাধ্যমে পুনরায় কমরেড মুজফ্‌ফরের বৈপ্লবিক রাজনৈতিক জীবন শুরু হইল। তিনি পুনরায় নূতনভাবে এবং অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে কমিউনিস্ট মতবাদী ভাবধারা ও রাজনীতি প্রচারে নামিলেন। তিনি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংস্থা-গুলির সহিতও সংযোগ স্থাপনে সমর্থ হইলেন। বিদেশের কমিউনিস্ট

আন্দোলনের সহিত তত্ত্বগত আদানপ্রদান ও যোগাযোগ নূতন করিয়া আরম্ভ হইল।

"লাঙল"-এর ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ এপ্রিল তারিখের সংখ্যাটি প্রকাশিত হইবার পর পত্রিকাটি বন্ধ হইয়া যায়। কয়েকমাস পরে পত্রিকাটিকে বাংলার শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর মুখপত্র করার জন্য তাহার নাম পরিবর্তন করিয়া "গণবাণী" রাখা হয় (সম্পাদক হিসাবে গঙ্গাধর বিশ্বাসের নাম থাকিলেও প্রকৃত সম্পাদক ছিলেন মুজফ্ফর আহমদ)। "গণবাণী"তে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিপ্লব, কমিউনিস্ট আন্দোলন, মার্কসবাদী দর্শন, বৈপ্লবিক শ্রমিক আন্দোলনের সমস্যা সম্পর্কে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। রুশ বিপ্লব এবং ১৯২৬ সালে ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘটের সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। কমরেড মুজফ্ফর "গণবাণী"তে ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে অনেক সুচিন্তিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ও নিবন্ধ লিখিতেন। "গণবাণী"র প্রথম সংখ্যা বাহির হয় ১৯২৬ সালের ১২ই আগস্ট। "গণবাণী"তেই "ইন্টারন্যাশন্যাল" সঙ্গীতের বঙ্গানুবাদ বাহির হইয়াছিল। "লাঙল"-এর সহিত "গণবাণী" একীভূত হইয়া যায় এবং ক্রমে ক্রমে "গণবাণী"র পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব মুজফ্ফর আহমদ ও তাঁহার তদানীন্তন সহ-কর্মীদের স্কন্ধে আসিয়া পড়িল। অর্থাভাবে মাঝে মাঝে "গণবাণীর" প্রকাশনা বন্ধ হইয়া যাইত। পূর্বে যাঁহারা পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁহারাও অনেকে একে একে সরিয়া পড়িলেন। নজরুল ইসলাম কৃষ্ণনগর হইতে মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিতেন। কুতবুদ্দীন সাহেব ও সামসুদ্দীন হোসেন "গণবাণীর" কাজে অংশ গ্রহণ করিতেন। সামসুদ্দীন হোসেন ১৯২৬ সালের অক্টোবরে মারা যান। "গণবাণী"

অফিসই ছিল সে যুগের কমিউনিস্ট মতবাদ প্রচারের কেন্দ্র। "গণবাণী" অফিসে অনেকেই যাওয়া আসা করিতেন—"গণবাণী"কে কেন্দ্র করিয়া শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে অনেক আলোচনা চলিত। কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদই ছিলেনই "গণবাণী" কেন্দ্রের প্রধান ব্যক্তি ও প্রকৃত নেতা।

"গণবাণী"র দুঃসময়ে দেশের রাজনৈতিক গগনে আর এক নূতন বিপদ ঘনীভূত হইয়া উঠিল। বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো ১৯২৬ সালের মাঝামাঝি কলিকাতার বুকে এক বীভৎস হত্যাকাণ্ড—হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—সংগঠিত হইল। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় পরস্পর জঘন্য খুনাখুনি ও মারামারিতে লিপ্ত হইলেন। কমরেড মুজফ্‌ফর এবং তাঁহার সাথী ও বন্ধুগণ ৩৭ নম্বর হ্যারিসন রোডে থাকিতেন। হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা দেশের আবহাওয়াকে এমন বিষাক্ত করিয়া তুলিল যে শিক্ষিত-অশিক্ষিত-নির্বিশেষে বহু মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তি পর্যন্ত লোপ পাইল। দেশের এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সুস্থ রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা করাও এক রকম অসম্ভব হইয়া উঠিল। আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য "গণবাণী"র প্রকাশ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, তবু কমরেড মুজফ্‌ফর নিরাশ হইলেন না। মুজফ্‌ফরের প্রচেষ্টায় "গণবাণী" পুনঃপ্রকাশিত হইল। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের উদ্দেশ্যে আবেদন জানাইয়া "গণবাণী"তে কতকগুলি প্রবন্ধ, কবিতা ও গান প্রকাশিত হইল। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যাহাতে পুনরায় সম্প্রীতি ও সুস্থ আবহাওয়া ফিরিয়া আসে এবং মিলন হয় তাহার জন্য প্রভূত চেষ্টা করা হয়—কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁহার কমিউনিস্ট সহকর্মীদের সাহায্যে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে, এবং হিন্দু-মুসলমানের

মিলনের জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা ও অবিরাম প্রচারকার্য চালাইয়াছিলেন। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা যে মেহানতী মানুষ, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের স্বার্থের পরিপন্থী এবং তাহাদের মিলিত আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে; দাঙ্গাহাঙ্গামার দ্বারা যে শুধু ধনিক শ্রেণীই লাভবান হয়, কমরেড মুজফ্‌ফর প্রাঞ্জল ভাষায় তাহা ব্যাখ্যা করেন।

১৯২৬ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে কৃষ্ণনগরে নিখিলবঙ্গ প্রজা সম্মেলনের অধিবেশন হয়। ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও বিখ্যাত অ্যাডভোকেট ও সাহিত্যিক স্বর্গত অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ অনেক বুদ্ধিজীবী সম্মেলন যোগদান করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগর প্রজাসম্মেলনে "মজুর স্বরাজ পার্টির নাম পরিবর্তন করিয়া "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদল" করা হয়। পরে অবশ্য ইহাও পরিবর্তিত করিয়া "শ্রমিক ও কৃষকদল" করা হয়। কমরেড মুজফ্‌ফর এই নূতন পার্টি গঠনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাংলাদেশে শ্রমিক ও কৃষকদের সুসংগঠিত করিবার জন্য অনেকগুলি দাবি-সংবলিত একটি কার্যসূচিও শ্রমিক কৃষক দল কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়। শ্রমিকদের ভিতর, বিশেষত কলকারখানায়, ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সমিতি গঠন, কৃষকদের মধ্যে কৃষক সমিতি, যুব সংগঠন প্রভৃতি গঠনের জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়। "শ্রমিক ও কৃষকদল" প্রতিষ্ঠিত হইবার অল্পদিন পরেই পার্টি ও পার্টির মুখপত্র "গণবাণী" পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব প্রকৃতপক্ষে কমরেড মুজফ্‌ফরের স্কন্ধেই আসিয়া পড়িল। তিনি সুনিপুণভাবে পার্টির কাজ পরিচালনা করিতেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ও মিষ্টিভাষণে সকলেই মুগ্ধ হইতেন।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে দিল্লীতে নামেমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির

অফিস ছিল। কমিউনিস্ট পার্টির কোন মুখপত্রও ছিল না, পার্টির নামেও কোন প্রচারকার্য পরিচালিত হইত না। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের কমিউনিস্টগণ 'শ্রমিক ও কৃষকদল'এর ভিতরে থাকিয়া কমিউনিস্ট মতবাদের প্রচার চালাইতেন এবং শ্রমিক-কৃষকদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামের নেতৃত্ব দিতেন। ১৯২৬ সালেই দিল্লীতে অবস্থিত "কমিউনিস্ট পার্টি"র প্রকাশ্য কার্যালয় উঠিয়া গিয়াছিল। বহুবৎসর যাবৎ কমিউনিস্ট পার্টির কোন প্রকাশ্য অফিস ছিল না। এই সময়ে মুজফ্ফর ভারতের অন্য প্রদেশের কমিউনিস্টদের সহিতও যোগাযোগ রক্ষা করিতেন। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংস্থাগুলির সঙ্গেও যোগাযোগ রাখিতেন।

১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসে কঠোর পরিশ্রমে ও অনাহারে মুজফ্ফরের স্বাস্থ্য আবার সম্পূর্ণ ভাঙিয়া পড়িল; চিকিৎসা ও গ্রাসাচ্ছাদনের কোনরকম নিদিষ্ট ব্যবস্থা ছিলনা। প্রায়ই অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটিত। এই সময় অর্থাভাবে "গণবাণী" কার্যালয়ের একখানি ঘরও ছাড়িয়া দিতে হইল। আর্থিক অবস্থা এতদূর সঙ্গীন হইয়া উঠিল যে আর কোন প্রকারেই "গণবাণী" চালানো সম্ভব হইল না। কলিকাতা শহরের হ্যারিসন রোডের দোতালায় একখানি ক্ষুদ্র কামরায় ছেঁড়া মাদুরের উপর শুইয়া কমরেড মুজফ্ফর তাঁহার বন্ধুদের সহিত অনশনে-অর্ধাশনে জীবনসংগ্রাম করিয়া চলিলেন। অবশেষে কমরেড মুজফ্ফর ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য লাহোর যাত্রা করিলেন। তিনি লাহোরে মস্কো-প্রত্যাগত এবং পেশোয়ার বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত কমরেড আব্দুল মজীদের বাড়িতে ছিলেন। কয়েকমাস লাহোরে অবস্থান করিবার পর তিনি কমিউনিস্ট পার্টি গঠন ও শ্রমিক কৃষকদল সংক্রান্ত কাজে বোম্বাই যাত্রা করেন। সেই সময়ে ব্রিটেনের বিখ্যাত কমিউনিস্ট

ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতা জর্জ এলিসন কলিকাতা আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কমরেড মুজফ্ফরের কলিকাতাতেই দেখা হইয়াছিল। তিনিও বোম্বাই আসিয়াছিলেন। বোম্বাই হইতে কলিকাতা প্রত্যাবর্তনের পর জর্জ এলিসন জাল পাসপোর্ট নিয়া ভারতে প্রবেশ করার অপরাধে গ্রেপ্তার হন এবং বোম্বাই আদালতে ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই সময়ে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়াছিল। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ হইতে ১৯২৬ সালে গৌহাটি কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো বা ইশ্তেহার প্রচারিত হইলে সর্বত্র খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

কমরেড মুজফ্ফর বোম্বাই হইতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় নূতন উদ্যমে শ্রমিক-কৃষকদল ও কমিউনিস্ট পার্টির কাজ শুরু করেন। ১৯২৭ সালের প্রারম্ভে "গণবাণী" পুনঃ প্রকাশিত হইল। কমরেড মুজফ্ফর স্বয়ং ইহার সম্পাদক হইলেন এবং ইহার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। ১৯২৬ সালে ডিসেম্বর মাসে ফিলিপস স্প্র্যাট ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ হইতে বোম্বাই-এ পৌঁছান। সেখানেই তাঁহার সহিত কমরেড মুজফ্ফরের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। স্প্র্যাট পরবর্তীকালে কলকাতায় কাজ করেন।

১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতার ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিশেন হলে "শ্রমিক ও কৃষক দলের" দ্বিতীয় সম্মেলন হয়। শ্রমিক ও কৃষক দলকে মজবুতভাবে গড়ার সিদ্ধান্ত হয়। ১৯২৭ সালের ৩১শে মে তারিখে বোম্বাই-এ কমিউনিস্টদের এক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে কমিউনিস্ট পার্টির নূতন একটি কার্যনির্বাহক কমিটিও গঠিত হয়। পার্টির কর্মসূচি ও গঠনতন্ত্র গৃহীত হয় এবং একটি ঘোষণাবাণী

বা ইশ্‌তেহারও প্রচারিত হয়। কমিউনিস্ট বা থার্ড ইণ্টারন্যাশনালের প্রতি আনুগত্য-জ্ঞাপন, বিশ্বের অন্যান্য দেশের পার্টিগুলির সাহায্য কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের উপদেশ ও নেতৃত্ব কামনা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ এই মিটিংএ উপস্থিত ছিলেন এবং কার্যকরী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। কমরেড ঘাটে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে, বিশেষভাবে শ্রমিক আন্দোলনে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিতে লাগিল। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলনও তীব্রতর হইয়া উঠিল। শ্রমিক আন্দোলনে এক অভূতপূর্ব জোয়ার আসিল। ১৯২৭ সালের বসন্তকালে ব্রিটিশ-পার্লামেণ্টের কমিউনিস্ট সদস্য (এম পি) শাপুরজী শাকলাত্‌ওয়ালা ভারত পরিভ্রমণে আগমন করেন। ১৯২৭ সালের মার্চ মাসে তিনি কানপুরে অনুষ্ঠিত অল-ইণ্ডিয়া ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করেন। উক্ত বৎসর নভেম্বর মাসে ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের দিল্লী অধিবেশনেও তিনি যোগদান করেন। কমরেড্‌ মুজফ্‌ফর অল ইণ্ডিয়া ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করেন এবং উক্ত সংগঠনের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের সংস্কারপন্থী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে "বামপন্থী শ্রমিক-নেতৃত্ব" এই সময়ে অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং ভারতবর্ষের শ্রমিক-আন্দোলনে এক বৈপ্লবিক ভূমিকা গ্রহণ করে। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ-গভর্ণমেণ্ট শ্রমিক-আন্দোলনের মধ্যে প্রগতিশীল শক্তির প্রভাব-বৃদ্ধি ও সমাবেশকে সুনজরে দেখিল না। পুলিস ফেব্রুয়ারি মাসে কমিউনিস্ট-সাহিত্যের সন্ধানে এবং নিষিদ্ধপুস্তক উদ্ধারের জন্য

৩৭ নম্বর হ্যারিসন রোডে "গণবাণী" অফিসে খানতল্লাশি করে এবং প্রায় চল্লিশখানা কমিউনিস্ট পুস্তক লইয়া যায়। পুলিস কর্তৃক ধৃত পুস্তকের মধ্যে বিখ্যাত ব্রিটিশ কমিউনিস্ট নেতা রজনী পাম দত্তের "মডার্ন ইণ্ডিয়া" বা "বর্তমান ভারত" নামক বইখানাও ছিল। কমরেড মুজফ্ফর কর্তৃক "বর্তমান ভারত"-এর বাংলা অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে "গণবাণী"তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৯২৭ সালে খড়্গপুর রেলওয়ে ওয়ার্কশপে দীর্ঘদিন ধরিয়া ধর্মঘট হইয়াছিল। অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এই ধর্মঘটের নেতৃত্ব দিয়াছিলেন। কমরেড মুজফ্ফর এই শ্রমিক-ধর্মঘটে সাহায্য করিবার জন্য খড়্গপুর পরিদর্শন করিয়াছিলেন। এই সময়ে বাংলাদেশে তথা সমগ্র ভারতে বৃহৎ বৃহৎ কারখানায় ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট হইয়াছিল—কলিকাতা পোর্টের শ্রমিকদের ধর্মঘট, চটকল-শ্রমিকদের স্ট্রাইক, বিভিন্ন কলে-কারখানায় ব্যাপক অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দেখা দেয়। শ্রমিকগণ মালিকশ্রেণীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। সর্বত্র বিপুল শ্রমিক-সমাবেশ ও সভা-সমিতি হইতে থাকে। শ্রমিক-কৃষকদল ও কমিউনিস্টরা এই সব ধর্ম-ঘটের নেতৃত্ব দিয়াছিলেন। কমরেড মুজফ্ফরও এইসব আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৯২৭ সালের শেষের দিকে 'শ্রমিক ও কৃষক' দলের শক্তি ও কর্মতৎপরতা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইল। শ্রমিক-আন্দোলন এক নূতন পর্যায়ে উঠিল। সংগ্রামশীল ট্রেড ইউনিয়ন-আন্দোলনের ঢেউ সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়িল। দক্ষিণ-ভারতে সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের শ্রমিকদের দীর্ঘদিন ব্যাপী স্ট্রাইক এই সময়কার বিশেষ উল্লেখযোগ্য

ঘটনা। ১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। কমরেড মুজফ্ফর ও মুখ্য কমরেডগণ এই কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। বোম্বাই-এর কমরেডরাও যোগদান করিয়াছিলেন। কমরেড বেন ব্রাড্‌লে ১৯২৭ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর ভারতে আগমন করেন; তিনিও মাদ্রাজে উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেসে শ্রমিক ও কৃষকদলের পক্ষ হইতে "গণ-পরিষদ" বা "কন্‌স্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি" সম্পর্কে একটি ম্যানিফেস্টো প্রচারিত হইয়াছিল। মাদ্রাজের সমুদ্রতীরে স্ট্রীক্টকেনে সিঙ্গারাভিলু চেট্টিয়ারের বাড়িতে কমিউনিস্ট কর্মীদের এক গোপন মিটিং হয়। কমরেড মুজফ্ফরও এই বৈঠকে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন সংক্রান্ত আলোচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম ক্রমশ উচ্চস্তরে উঠিতে লাগিল; শ্রমিক-আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া উঠিল। সাইমন-কমিশনের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতব্যাপী গণ-বিক্ষোভ ফাটিয়া পড়িল। শ্রমিকশ্রেণীও পিছনে পড়িয়া রহিল না। 'শ্রমিক ও কৃষকদল', বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন এবং কমিউনিস্ট নেতৃবর্গ সাইমন-কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। কমরেড মুজফ্ফর সমস্ত আন্দোলনেই অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৯২৮ সালে ভারতের শ্রমিক-আন্দোলনের একটি সংগ্রামশীল বৎসর। একদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণ-আন্দোলন, অপর-দিকে ধনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে শিল্প-প্রতিষ্ঠানে, কলে-কারখানায় শ্রমিকদের দৈনন্দিন সংগ্রাম স্ট্রাইক-ধর্মঘট। দেশ যখন ঠিক বারুদের স্তূপের উপর অবস্থিত, সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গে বিপ্লবের আগুন জ্বলিয়া উঠিবে।

গভর্নমেন্টও দমননীতির সাহায্যে আন্দোলন দমনে বদ্ধপরিকর হইলেন। "শ্রমিক ও কৃষকদলের" অফিস এই সময়ে ৩৭ নম্বর হ্যারিসন রোড হইতে ২।১ নম্বর ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেনে স্থানান্তরিত হইল। ১৯২৮ সালের ৩১শে মার্চ ২৪ পরগণা জেলার ব্যারাকপুর মহকুমার শ্রমিক-অঞ্চল ভাটপাড়ায় শ্রমিক ও কৃষকদলের তৃতীয়-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইতোপূর্বেই বোম্বাই, পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশেও শ্রমিক ও কৃষক দল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ইহার নেতৃত্বে কৃষক-সমিতি ও শ্রমিক-সংগঠন গড়িয়া উঠিয়াছিল। কমিউনিস্টগণ ইহার নেতৃত্বে ছিলেন। "শ্রমিক-কৃষক দলের" ভাটপাড়া সম্মেলনে "সংগ্রামের আহ্বান" শীর্ষক একটি বিরাট দলিল গৃহীত হয়। অন্যান্য প্রদেশের শ্রমিক ও কৃষক দল-সমূহকে সুসংবদ্ধ করিয়া একটি "অল ইণ্ডিয়া ওয়ার্কর্স এণ্ড পেজান্টস্ পার্টি" গঠন করার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। কমরেড মুজফ্‌ফর বাংলা দেশের "শ্রমিক ও কৃষক দলের" সাধারণ-সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯২৮ সালের মাঝামাঝি শ্রমিক-আন্দোলন এক বৈপ্লবিক রূপ ধারণ করিল, সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র-প্রতিবাদ ও গণ-বিক্ষোভ, বোম্বাই-এর সুতা-কল-গুলিতে "গিরনী কামগর" বা রেডফ্ল্যাগ ইউনিয়নের নেতৃত্বে দীর্ঘকাল ধরিয়া ধর্মঘট শ্রমিক-আন্দোলনে এক অভূতপূর্ব ইতিহাস সৃষ্টি করিল। কলিকাতা ও শহরতলির শিল্পাঞ্চলের ফ্যাক্টরিগুলিতে বিশেষ করিয়া 'মেটিয়াব্রুজ সুতাকল ও চটকল সমূহের শ্রমিকদের ধর্মঘট, লিলুয়ার রেলের কারখানার শ্রমিকদের ধর্মঘট এক নূতন উদ্দীপনার সৃষ্টি করিল। ১৯২৮ সালে বেতন-বৃদ্ধির জন্য কলিকাতা-কর্পোরেশনের ধাঙ্গড়, মেথর ও ঝাড়ুদারদের ধর্মঘটও এক প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। কমরেড মুজফ্‌ফর এই ধর্মঘটের নেতৃত্ব করিবার জন্য পুলিস-কর্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন।

১৯২৮ সালে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের আর একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ছিল মস্কোতে "কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল"-এর ষষ্ঠ কংগ্রেসের অধিবেশন। ১৯২৮ সালের ১৫ই জুলাই হইতে ১লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ষষ্ঠ কংগ্রেসের বৈঠক চলিয়াছিল। কমিণ্টার্ন বা কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল এই কংগ্রেসে বিশ্ববিপ্লব এবং ঔপনিবেশিক দেশসমূহে জাতীয় বৈপ্লবিক মুক্তি আন্দোলন, জাতীয় বিপ্লব সম্পর্কে একটি সর্বাত্মক বৈপ্লবিক প্রোগ্রাম গ্রহণ করেন। কমিউনিস্ট ইন্টার-ন্যাশনালের প্রোগ্রাম, গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলী গৃহীত হয়। ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশসমূহের বিপ্লবের জন্য একটি থীসিস বা দলিলও গৃহীত হয়। লেনিন "দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনালে"র সংস্কারপন্থী ও শোধনবাদী সোশ্যালিস্ট এবং সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক নেতাদের বিরুদ্ধে তীব্র ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম পরিচালনা করিয়া ১৯১৯ সালে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৯২৮ সালের ষষ্ঠ কংগ্রেস লেনিনের সেই বিপ্লবী মতবাদ ও ঐতিহ্যকে আরো অগ্রসর করিল। উক্ত কংগ্রেসে বিশ্বের ধনবাদী পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে আমূল পরি-বর্তিত করিয়া বিশ্ব কমিউনিস্ট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকে শেষ লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়—যে-ব্যবস্থা হইল শ্রেণীহীন, শোষণহীন, সর্বজনীন সংস্কৃতি সমৃদ্ধি ও আনন্দময় ব্যবস্থা। উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলি সম্পর্কে প্রস্তাবে জাতীয় বৈপ্লবিক মুক্তি আন্দোলনকে সুসংহত করিবার এবং সুদৃঢ়ভাবে কমিউনিস্ট পার্টিকে গড়িয়া তুলিবার জন্যও উক্ত কংগ্রেস হইতে নির্দেশ দেওয়া হয়। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশন্যাল পরাধীন দেশসমূহের কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে সাহায্য ও নেতৃত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলিকে শক্তিশালী করিতে, এগুলির সংগ্রামী চরিত্র বৃদ্ধি করিতে

এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া কমিউনিস্টদের গোপন "কমিউনিস্ট পার্টি" গঠন করিতে উপদেশ দেওয়া হয়। সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাসমূলক আক্রমণে প্রকাশ্য কমিউনিস্ট পার্টি গঠন পরাধীনদেশে সে যুগে সম্ভবও ছিল না।

১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কলিকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ডিসেম্বর মাসে, ২৭শে হইতে ২৯শে ডিসেম্বর, কলিকাতায় "শ্রমিক ও কৃষক দল"-এর সর্বভারতীয় সম্মেলন হয়। এবং "অল ইণ্ডিয়া শ্রমিক ও কৃষক দল" গঠিত হয়। কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে আলোচনা হয়, অবশ্য সেই আলোচনা কমিউনিস্টদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কমরেড মুজফ্‌ফর ছিলেন সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের অন্যতম।

কলিকাতায় যখন "শ্রমিক ও কৃষক দল"-এর সম্মেলন হয় এবং কংগ্রেসের অধিবেশন চলিতে থাকে সেই সময় লিলুয়ার রেলওয়ে কারখানায় এবং বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও ফ্যাক্টরিতে ধর্মঘট চালু ছিল। প্রায় ত্রিশ হাজার ধর্মঘটী শ্রমিক বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া রেল কর্তৃপক্ষ ও গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে করিতে পার্ক সার্কাস ময়দানে কংগ্রেস মণ্ডপে উপনীত হন এবং কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে তাঁহাদের দাবির প্রতি সমর্থন জানাইবার জন্য আবেদন জানান। বিক্ষোভকারী শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো তো দূরের কথা কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ মিছিলের উপর লাঠি চালাইয়া উহাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছিল। শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এই ধরনের অভিনব ও আশ্চর্যকর ঘটনা এক নূতন পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছিল। রুশ নভেম্বর বিপ্লবের বার্ষিকী পালন উপলক্ষে বিপুল শ্রমিক সমাবেশ, মে দিবস পালন, সাম্রাজ্যবাদী গভর্নমেণ্ট ও সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে দেশময় বিরাট বিরাট জন-সমাবেশ, মিছিল,

কলিকাতার রাজনৈতিক গগনকে কোলাহলময় ও মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল। গিরনী কামগর (রেড ফ্লাগ) ইউনিয়নের নেতৃত্বে বোম্বাই-এর বস্ত্র-শিল্পের শ্রমিকদের বীরত্বপূর্ণ স্ট্রাইক সংগ্রামও আন্তর্জাতিক শ্রমিক-আন্দোলনে যথেষ্ট সম্মান ও সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। ব্রিটিশ-গভর্নমেণ্ট ক্রমবর্ধমান শ্রমিক আন্দোলন দমন ও কমিউনিস্ট প্রভাব বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে সেণ্ট্রাল-অ্যাসেম্বলিতে কতকগুলি শ্রমিকবিরোধী বিল প্রণয়ন করেন। ভারতের শ্রমিক আন্দোলনে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্ব ও সাহায্য বন্ধ করিবার জন্য গভর্নমেণ্ট "পাব্লিক সেফ্টি বিল" আনয়ন করেন। তাহা ছাড়া বিদেশ হইতে যাহাতে কোনো কমিউনিস্ট বা শ্রমিক-নেতা ভারতে প্রবেশ করতে না পারে তজ্জন্য ফরেনার্স অ্যাক্ট-কে সংশোধন করিবার প্রস্তাবও আনয়ন করা হয়।

১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে "শ্রমিক ও কৃষক দল"-এর সম্মেলনের সময় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে কমিউনিস্ট ইণ্টার-ন্যাশন্যালের ষষ্ঠ কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি কমিউনিস্টদের হস্তগত হয়। দুই শ্রেণীর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত "শ্রমিক ও কৃষক দল" গঠন না করিয়া শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী-পার্টি "কমিউনিস্ট পার্টিকে" গোপনভাবে গড়িয়া তুলিতে পরামর্শ দেওয়া হয়। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসে গৃহীত কলোনিয়াল থীসিস বা ঔপনিবেশিক দলিল ছিল ঔপনিবেশিক দেশ-সমূহের মেহনতী মানুষের বিপ্লবের একটি তত্ত্বগত বৈপ্লবিক হাতিয়ার। কমরেড মুজফ্ফর একান্ত নিষ্ঠার সহিত এই সমস্ত নির্দেশকে আমাদের দেশের পার্টি-গঠনের কাজে প্রয়োগ করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রমিক-কৃষক দলের সম্মেলনের অব্যবহিত পরেই ১৯২৯ সালের জানুয়ারি মাসে কলিকাতায় কমিউনিস্টদের এক গোপন বৈঠক হয়। কমিউনিস্ট

আন্তর্জাতিক-এর প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তগুলি এই মিটিংএ আলোচিত হয়। এই বৈঠকেই নূতন করিয়া গোপন "কমিউনিস্ট পার্টি" পুনর্গঠিত হয়। কমিউনিস্ট পার্টির একটি কার্যনির্বাহক কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হয় এবং কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের সহিত সংযোগ স্থাপন করিবার জন্য প্রতিনিধি প্রেরণের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ এই মিটিং-এ বিশিষ্ট ভূমিকায় ছিলেন। তিনি পার্টির কার্যনির্বাহক কমিটিতে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি পুনর্গঠিত হওয়ার পরেই বোম্বাই, পাঞ্জাব, ও যুক্তপ্রদেশের কমিউনিস্টগণ স্ব স্ব প্রদেশে প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে আর বেশী দিন নবগঠিত কমিউনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্ত ও প্রোগ্রামকে কার্যকরী করা সম্ভব হইল না। ইতোপূর্বেই সরকারী দমননীতির উদ্যত খড়্গ তাঁহাদের মাথার উপর ঝুলিতেছিল; ভারত গভর্নমেণ্ট আগে হইতে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন দমন ও কমিউনিস্ট প্রচার বন্ধ করিবার জন্য কঠোর আঘাত হানিবার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯২৯ সালের ২০শে মার্চ ভারত গভর্নমেণ্ট সারা ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন দমনকল্পে এই প্রচণ্ড আঘাত হানিল। সমগ্র ভারতে বিভিন্ন শহরে—কলিকাতা, বোম্বাই, লাহোরে—"শ্রমিক কৃষক দল"-এর অফিস, ট্রেড ইউনিয়ন অফিস, শ্রমিক সমিতি, কৃষক সমিতির অফিস, যুব সংঘের অফিস খানাতল্লাশি করে। ভারতে বিভিন্ন স্থানে পুলিস কমিউনিস্ট কাগজপত্র ও দলিল উদ্ধার করিবার জন্য দুই শত স্থানে হানা দিয়াছিল। এবং কয়েক লরি বই কাগজপত্র ইশ্‌তেহার হস্তগত করিয়াছিল।

পুলিস কমিউনিস্ট পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক প্রতিষ্ঠান ও শ্রমিক আন্দোলনের ৩২ জন বিশিষ্ট নেতা ও কর্মীকে গ্রেপ্তার করিয়া উত্তর প্রদেশের মীরাট শহরে চালান দেয়। ধৃত নেতাদের মধ্যে সকলেই কিন্তু

কমিউনিস্ট ছিলেন না। ২।১ নম্বর ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেনে অবস্থিত "শ্রমিক ও কৃষক দল"-এর অফিস হইতে কমরেড মুজফ্ফর ও অন্য কমরেডরা গ্রেপ্তার হন। ধৃত নেতাদের বিরুদ্ধে ভারত সম্রাটকে ভারত হইতে উচ্ছেদ করার অভিযোগে মীরাট আদালতে পেনাল কোডের ১২১এ ধারায় ষড়যন্ত্রের মামলা দায়ের করা হয়। ইহা মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা রূপে বিশ্বখ্যাত। ১৯২৯ সালের ২০শে মার্চ হইতে ১৯৩৩ সালের ১৬ই জানুয়ারি পর্যন্ত এই মামলা চলিয়াছিল। ১৯৩৩ সালের ১৬ই জানুয়ারি মীরাটের স্পেশাল সেসন্স-জজ এই মামলার রায় দেন। আমিরিকার স্যাক্কো-ভেঞ্জিটি মামলার পরই মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা পৃথিবীর বৃহত্তম রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মামলা। এত দীর্ঘকাল ধরিয়া পৃথিবীর কোনো দেশে এত বৃহৎ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মামলা চলে নাই।

মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলায় কমরেড মুজফ্ফর আহমদের যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। অন্যান্য অভিযুক্তদের ৩ হইতে ১২ বৎসর পর্যন্ত কঠোর কারাদণ্ড হইয়াছিল। আপিলে এলাহবাদ হাইকোর্টে হইতে সকলের দণ্ড হ্রাস হইয়া যায়। মুজফ্ফরের সাজা হাইকোর্ট কমাইয়া তিন বৎসর করিয়া দেয়। কমিউনিস্ট বন্দীরা মীরাট আদালতে যে দীর্ঘ বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহা একটি গুরুত্বপূর্ণ কমিউনিস্ট দলিল হিসাবে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। সাধারণ স্টেটমেন্ট ছাড়াও প্রত্যেক কমরেড নিজস্ব বিবৃতি দিয়াছিলেন। কমরেড মুজফ্ফর আহমদ আদালতে নির্ভীক চিত্তে, বলিষ্ঠ কণ্ঠে এবং দৃঢ়তার সহিত তাঁহার কমিউনিস্ট মতবাদকে ঘোষণা করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের বিচারক তাঁহার রায়ে মুজফফরকেই ভারতে কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্রের মূল আসামী বলিয়া মন্তব্য করিয়া তাঁহার প্রতি যাবজ্জীবন কারাবাসের

আদেশ দিয়াছিলেন। মুজফ্‌ফর তাঁহার মতাদর্শের জন্য হাসিমুখে ও সহজভাবেই এই দণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের হওয়ার পরেই প্রচণ্ড সরকারী দমননীতি ও আক্রমণের ফলে ভারতের শ্রমিক আন্দোলন বেশ কয়েকমাস নিস্তেজ ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। ধনিক শ্রেণী ও পুলিসের আক্রমণে ট্রেডইউনিয়ন, শ্রমিক সমিতি, কৃষক সংগঠনের অফিসসমূহ ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই প্রচণ্ড আঘাত কমিউনিস্ট কর্মী ও শ্রমিকগণ অল্পদিনের মধ্যেই সামলাইয়া লইল। ১৯২৯ সালের মাঝামাঝি শ্রমিক শ্রেণী ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিল—চারিদিকে শ্রমিক আন্দোলন পুনরায় বিপুলভাবে বর্ধিত ও উজ্জীবিত হইয়া উঠিল। ১৯২৯ সালে বাংলাদেশের চটকলসমূহে তিন লক্ষ শ্রমিকের সাধারণ ধর্মঘট, ১৯৩০ সালের জি আই পি রেলের শ্রমিকদের স্ট্রাইক, সুতাকল, দেশালাইকলে স্ট্রাইক, কলিকাতায় ১লা এপ্রিল তারিখে গাড়োয়ান ধর্মঘট (Carters' strike), সমগ্র বাংলাদেশে সত্যাগ্রহ আন্দোলন, শোলাপুরে সুতাকল শ্রমিক ধর্মঘট ও শহর অধিকার, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের দ্বারা চট্টগ্রামে সরকারী অস্ত্রাগার দখল, কিশোরগঞ্জে কৃষক অভ্যুত্থান দেশময় এক বৈপ্লবিক অবস্থার সৃষ্টি করিল। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের প্রচণ্ড সন্ত্রাসবাদী দমননীতির বিরুদ্ধে সারা ভারতে এক নূতন বিপ্লবী শক্তির সমাবেশ হইল। কমিউনিস্টরাও পুনরায় ধীরে ধীরে দুর্বলতা কাটাইয়া শক্তি সঞ্চয় করিলেন। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে কমিউনিস্টপার্টিকে গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হইলেন। এই সময়ে—১৯৩১ সালে বিচারাধীন থাকা অবস্থায় চিকিৎসার জন্য জামিনে মুক্ত হইয়া কমরেড মুজফ্‌ফর কিছুদিনের জন্য কলিকাতায় আসেন এবং ৪১ নং জ্যাকারিয়া স্ট্রীটে "গণশক্তি

কার্যালয়ে" অবস্থান করেন। কমরেড হালীম, রণেন সেন, সরোজ মুখার্জী প্রমুখ কমরেডগণ 'গণশক্তি' অফিস হইতে মার্কসীয় পত্রিকা প্রকাশ করিতেন। পরবর্তীকালে ৪১ নম্বর জ্যাকারিয়া স্ট্রীট কমিউনিস্ট পার্টি পুনর্গঠনের কাজে এক প্রসিদ্ধ কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। কমরেড মুজফ্‌ফর জামিনে কলিকাতায় থাকাকালে তাঁহার সুচিন্তিত উপদেশ ও পরামর্শ দিয়া কমিউনিস্ট কর্মীদের প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন। কলিকাতায় মুজফ্‌ফরের সহকর্মী বন্ধুগণ নূতন উদ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে কমিউনিস্ট পার্টিকে গড়িয়া তুলিতে প্রয়াস পাইলেন। মীরাট জেলে বিচারাধীন থাকাকালে জেলের ভিতর হইতেও কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ কলিকাতার কমিউনিস্ট বন্ধুদের নানাবিধ উপদেশ দিয়া সাহায্য করিতেন। এই সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

১৯৩৩ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় আবার নূতন ভাবে সারা ভারত কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। একটি কেন্দ্রীয় কমিটিও গঠিত হয়। একটি দীর্ঘ দলিল, প্রোগ্রাম এবং গঠনতন্ত্র ও পার্টির নিয়মাবলীর খসড়া প্রণয়ন করা হয়। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের মুখপত্র "ইন্‌প্রেকর—ইন্টারন্যাশনাল প্রেস করেসপন্ডেন্স"এ সেগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। ভারত গভর্নমেন্টও কমিউনিস্ট পার্টিকে দমন করিবার জন্য নিষ্ক্রিয় রহিল না। কমিউনিস্ট পার্টির কোন প্রকাশ্য অফিস না থাকিলেও এতদিন পর্যন্ত পার্টি আইনসঙ্গত ছিল। গভর্নমেন্ট পুনরায় কমিউনিস্ট পার্টির উপর প্রবল আক্রমণ শুরু করিল। ভারতের কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট ১৯৩৪ সালের ২৭শে জুলাই ভারতীয় ফৌজদারী আইনে যাবতীয় কমিটি ও শাখা সহ কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা

করে। গভর্নমেণ্ট ৪ঠা আগস্ট কমিউনিস্ট পার্টি, শ্রমিক ও কৃষকদল, ট্রাম ওয়ার্কস ইউনিয়ন, ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ, মার্কসিস্ট লীগ, ইয়ং ওয়ার্কস লীগ প্রভৃতি ১৪।১৫টি প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী ঘোষণা করেন। কমিউনিস্ট নেতা ও শ্রমিক কর্মীদের গতিবিধির নিয়ন্ত্রণ করা হয়; তাহাদের উপর নূতন করিয়া দমননীতি ও নির্যাতন শুরু হয়। বেশীর ভাগ কমিউনিস্ট নেতা ও শ্রমিককর্মী রাজদ্রোহ প্রভৃতি অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। অনেকের বিচারে দীর্ঘদিন কঠোর কারাদণ্ড হইল।

কমিউনিস্ট মতবাদ, চিন্তাধারা ও আদর্শ এবং কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিক আন্দোলনকে দমন করিবার সমস্ত সরকারী প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া কমিউনিস্টরা গোপনে পার্টিকে মজবুতভাবে গড়িয়া তোলার কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের ইতিহাস সম্বন্ধে যাহারা অবগত আছেন তাঁহারা জানেন যে কী ভীষণ অসুবিধা ও বাধার ভিতর দিয়া কমিউনিস্টরা অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই সব দুর্লঙ্ঘ্য কঠিন বাধা অতিক্রম করিয়া কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের জন্য তিলে তিলে আত্মদান করিয়াছেন। ১৯২১ সাল হইতে শুরু করিয়া ১৯৩৩ সালে, তাঁহার কারাদণ্ডাদেশের দিন পর্যন্ত কমরেড মুজফ্‌ফর নিরবিচ্ছিন্নভাবে এবং একাগ্রচিত্তে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন ও কমিউনিস্ট মতাদর্শ প্রচারের জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়াছেন এবং তিনি বিশিষ্ট বৈপ্লবিক ভুমিকা পালনের জন্য অশেষ দুঃখ, ক্লেশ, অনশন, কারানির্যাতন ভোগ করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ, একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগ শত শত তরুণ বিপ্লবী, শ্রমিককর্মী ও কমিউনিস্টদের অন্তরে বৈপ্লবিক চেতনা ও উদ্দীপনা জাগ্রত করিয়াছে। কমরেড মুজফ্‌ফরের জন্মদিনে তাঁহার বিপ্লবী শিক্ষা সকলকে অনুপ্রাণিত করিবে।

দুই

আগেই বলা হইয়াছে যে ১৯৩৩ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে এলাহাবাদ হাইকোর্ট কমরেড মুজফ্‌ফর ও অন্যান্য কমরেডদের দণ্ডকাল হ্রাস করিয়া দেন। কমরেড মুজফ্‌ফরের যাবজ্জীবন-দণ্ডাদেশ কমাইয়া তিন বৎসর করা হয়।

কারাদণ্ডের পরে কানপুর জেল হইতে কমরেড মুজফ্‌ফর ও অন্য সকলকেই যুক্তপ্রদেশের নৈনী সেণ্ট্রাল জেলে পাঠানো হয়। কিছুকাল উত্তর প্রদেশের কারাগারে তিনি কারাজীবন অতিবাহিত করেন। পরে তাঁহাকে বাংলা দেশের জেলে পাঠান হয়। তিনি দার্জিলিং, বর্ধমান এবং ফরিদপুর জেলের নিভৃত কক্ষে তাঁহার নিঃসঙ্গ কারাদিনগুলি অতিবাহিত করেন। পূর্ণ কারাদণ্ড ভোগ করিয়া তিনি ফরিদপুর জেল হইতে মুক্তি-লাভ করিলেন। জেল হইতে মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে বঙ্গীয় ফৌজদারী আইন বলে গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহার জন্মভূমি সন্দ্বীপে স্বগৃহে অন্তরীণ করা হয়। সন্দ্বীপে কয়েক মাস থাকার পর গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে মেদিনীপুর জেলার সুতাহাটা থানায় অন্তরীণ করিয়া রাখেন। ১৯৩৭ সালের প্রথম ভাগে তিনি বন্দীদশা হইতে মুক্তিলাভ করেন।

ইতোমধ্যে ১৯৩৫ সালে ২৫শে জুলাই হইতে ২০শে আগস্ট পর্যন্ত কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সপ্তম বিশ্ব কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ৬৫টি দেশের কমিউনিস্ট পার্টি হইতে ৫১০জন প্রতিনিধি ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। ফ্যাসিজমের আবির্ভাব ইতোপূর্বেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নূতন অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল এবং ইহার বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে সমগ্র ইয়োরোপে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রাম শুরু হইয়াছিল। কমিউনিস্ট

আন্তর্জাতিকের এই কংগ্রেসে কমরেড ডিমিট্রভ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া এক গুরুত্বপূর্ণ থীসিস্ বা দলিল উপস্থিত করেন। ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে এই দলিল ছিল এক মস্ত বড় হাতিয়ার। ইহারই ভিত্তিতে সপ্তম বিশ্বকংগ্রেসে ফ্যাসিজম ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রণ্টের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সংগ্রামের আহ্বান দেওয়া হইয়াছিল। কমিণ্টার্নের এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশে দেশে জনগণের ফ্যাসিবাদ-বিরোধী যুক্তফ্রণ্ট গঠিত হইতেছিল। আমাদের দেশেও সমস্ত প্রগতিশীলশক্তিকে লইয়া সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলন পরিচালিত হয়। শ্রমিক-কৃষকের আরো ব্যাপক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়া জাতীয় কংগ্রেসকে ব্যাপকতর গণভিত্তিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা, শ্রমিক-কৃষকের সংগঠিত অবস্থানকে আরো সুদৃঢ় করা, সমাজতান্ত্রিক শক্তিকে আরো সংহত করা, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুব প্রভৃতি গণসংগঠনকে আরো প্রসারিত করা প্রভৃতির মধ্য দিয়া ইহা প্রকটিত হইয়াছিল। ১৯৩০ ও পরবর্তীকালের জাতীয় আন্দোলন ও শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা এবং এগুলিতে বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকা নূতন অগ্রগতির ভিত্তিও প্রস্তুত করিয়াছিল।

কমরেড মুজফ্ফর আহমদ জেল হইতে মুক্তিলাভ করিবার পরে তাঁহার জীবনের আর এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পুনরায় কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং নূতন অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিলেন। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী বন্দীদের মুক্তি ও আন্দামানে নির্বাসিত বন্দীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দাবিতে এই সময়ে যে ব্যাপক আন্দোলন হয় তাতে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং সেই সঙ্গে পার্টি ও গণসংগঠনের কাজে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ১৯৩৭ সালে অনেক সন্ত্রাসবাদী রাজবন্দীও জেল ও বন্দী-

নিবাস হইতে মুক্তি পাইয়া বাহিরে আসিলেন। তাঁহাদের অনেকেই কারাগারে ও বন্দীশালায় থাকাকালে কমিউনিস্ট মতবাদের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহাদের অনেকেই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। সেই সময়ে বাংলা দেশে তথা সমগ্র ভারতে কমিউনিস্ট পার্টিকে সুসংহত ও শক্তিশালী করিবার জন্য কমরেড মুজফ্‌ফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কলিকাতার স্পেশাল ব্রাঞ্চের গোয়েন্দা পুলিসও তাঁহার গতিবিধি ও কার্যাবলীর উপর সর্বক্ষণ কড়া নজর রাখিত। এই সময়ে তাঁহার কর্মজীবনের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে ভারতীয় কিসান সভার সংগঠনে তাঁহার সক্রিয় ভূমিকা। সমগ্র ভারতে কৃষক সমাজের মধ্যে নূতন জাগরণ শুরু হইয়াছে। জমিদারী প্রথা ও সাম্রাজ্য-বাদী গভর্নমেণ্টের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকরা মাথা তুলিয়াছে এবং সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছে। সেই সময় ভারতের সমস্ত প্রদেশের কৃষক সমিতিগুলিকে সুসংবদ্ধ করিয়া একটি শক্তিশালী কিসান সভা গঠন করার সিদ্ধান্ত হয়। "অল ইণ্ডিয়া কিসান সভা" গঠনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়। কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ নিখিল ভারত কিসান-সভা গঠনে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। প্রাদেশিক কিসান-সভা গঠনেও তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তিনি নিখিল ভারত কিসান-সভার সহ-সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং বাংলাদেশে ও বাংলার বাহিরে অনুষ্ঠিত বহু কৃষক সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছেন। কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে তাঁহার চিন্তাশীল ও যুক্তিপূর্ণ অভিমত কৃষক আন্দোলনে প্রভূত প্রেরণা জোগাইয়াছে। কৃষক সম্মেলনে যে সব সুচিন্তিত ও মূল্যবান জ্ঞানগর্ভ

ভাষণ তিনি দিয়াছিলেন সেগুলি একত্রিত করিয়া "কৃষক সমস্যা" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯৩৭ সাল হইতে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত বাংলা দেশে এবং সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে কমিউনিস্টপার্টির যাবতীয় কাজে কমরেড মুজফ্ফর কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন। বাংলাদেশের পার্টির প্রাদেশিক কমিটিতে নেতৃত্ব দিয়াছেন এবং প্রত্যেক পার্টি সম্মেলনে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। শুধু বাংলাদেশেই নহে, পার্শ্ববর্তী অন্যান্য প্রদেশে এবং এমনকি নেপাল ও ব্রহ্মদেশেও কমিউনিস্ট পার্টি গড়িয়া তুলিতে তিনি প্রত্যক্ষ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। মার্কসীয় মূল-নীতি হইতে কেহ যাহাতে বিচ্যুত না হন সেজন্য তিনি মার্কসবাদ অনুশীলনের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। মার্কসবাদের উপর তাঁহার গভীর আস্থা এবং উহা কার্যকারী করিতে তাঁহার অভূতপূর্ব ত্যাগের জন্য তিনি সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন।

১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ঘোষিত হইল। সমগ্র বিশ্বে যুদ্ধের আগুন জ্বলিয়া উঠিল; ফ্যাসিস্ট জার্মানি দস্যু হিটলারের নেতৃত্বে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি দখল করিয়া বসিল এবং ফ্রান্স ও ব্রিটেন আক্রমণ করিল। ভারতবর্ষের ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টও প্রথম হইতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও শ্রমিকশ্রেণীর উপর দমন-নীতি প্রয়োগ করিলেন। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে বোম্বাইয়ের লক্ষ শ্রমিকের সাধারণ ধর্মঘট ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করিয়া আনিল। ভারত গভর্নমেণ্ট যুদ্ধবিরোধী শক্তিগুলির উপরে, বিশেষভাবে কমিউনিস্ট পার্টির উপর, প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করিলেন। কমিউনিস্ট নেতাদের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইল।

১৯৪০ সালের জানুয়ারি মাসে কলিকাতার পুলিস মুজফ্‌ফরকে ভারতরক্ষা আইন অনুসারে কলিকাতা হইতে বহিষ্কারের আদেশ দিল। তিনি সেই আদেশ অমান্য করিলেন। বহিষ্কারের আদেশ অমান্য করার জন্য মুজফ্‌ফরের এক মাস জেল হয়। জেল খাটিয়া আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিলে পুনরায় কলিকাতা ত্যাগ করিবার জন্য তাঁহার উপর বহিষ্কারের আদেশ জারী হইল। কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কিছুকাল তিনি নবদ্বীপ শহরে অবস্থান করেন এবং সেখান হইতে আত্মগোপন করেন। ১৯৪০ সালে যশোহর জেলার পাঁজিয়ায় যে কৃষক সম্মেলন হয় তাহাতে তিনি যোগদান করিয়াছিলেন। বাংলাদেশের অন্যান্য কমিউনিস্ট নেতারাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। যেসব কমিউনিস্ট নেতার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছিল তাঁহারা সকলেই আত্মগোপন করিয়া পার্টির কার্য পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শুধু বাংলাদেশেই নহে, অন্যান্য প্রদেশে এবং কেন্দ্রীয় ভাবে কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে গোপন সেণ্টার গঠিত হয়। কমরেড মুজফ্‌ফর কলিকাতার পার্টি-সেণ্টারে যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার মধ্যে পুলিসের কড়া দৃষ্টি এড়াইয়া সমস্ত বিপদের ঝুঁকি মাথায় লইয়া প্রচারকার্য পরিচালনা করেন। গোপনভাবে কার্যকালে তিনি "কাকাবাবু" নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার জনপ্রিয়তার জন্য আজো সকলেই তাঁহাকে "কাকাবাবু" বলিয়া সম্বোধন করেন। সকলের নিকট তিনি "কাকাবাবু" নামে অভিহিত।

১৯৪১ সালের ২২শে জুন দস্যু হিটলার অক্টোবর বিপ্লব ও কমিউনিজমের পীঠভূমি সোভিয়েত দেশ আক্রমণ করিল। ফ্যাসিস্ট জাপান ইতোপূর্বেই চীন আক্রমণ করিয়াছিল এবং এখন প্রাচ্যে মিত্র-

শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। জার্মান ফ্যাসিস্ট ও জাপানী ফ্যাসিস্ট সমরবাদী দস্যুদের লক্ষ্য ছিল বিপ্লবের দুর্গ সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস করা এবং পৃথিবী জয় করিয়া সারা দুনিয়ায় তাহাদের সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য স্থাপন করা। সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধে যোগদান যুদ্ধের মৌলিক চরিত্রের পরিবর্তন ঘটাইল। শ্রমিক বিপ্লব এবং পরাধীন দেশগুলির জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ভাগ্য ইহার সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হইয়া পড়িল। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন একত্রে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধে যোগদানেই যুদ্ধের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী চরিত্রকে পরিস্ফুট করিল। ইহার আগে পর্যন্ত যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের মুঠায় ছিল এবং তাহাদের শ্রেণী-স্বার্থেই উহা পরিচালিত হইতেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধে প্রবেশ শুধু যুদ্ধের ফ্যাসি-বিরোধী চরিত্রকে পরিস্ফুট করিল না—এতদিন পর্যন্ত যুদ্ধে ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, নরওয়ে হিটলারী ফ্যাসিস্ট আক্রমণে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের যুদ্ধজয়ের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না; সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধের প্রকৃত রাজনৈতিক নেতা হওয়ার দরুণ যুদ্ধের গণতান্ত্রিক ভিত্তি ও যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনাও উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল।

সুদূর প্রাচ্যে ফ্যাসিস্ট জাপানের প্রবল আক্রমণে ভারতবর্ষের অবস্থাও বিপদাপন্ন হইয়া উঠিল। সিঙ্গাপুরের পতন ঘটিল। ব্রহ্মদেশ অধিকার করিয়া ফ্যাসিস্ট জাপান ভারতের অভ্যন্তরে কোহিমায় প্রবেশ করিল। এই সময় হাজার হাজার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দেশ-প্রেমিক কমিউনিস্ট বন্দী জেলে, বন্দীনিবাসে আটক ছিলেন। নেতৃ-

স্থানীয় কমিউনিস্ট নেতারা দেউলী বন্দীনিবাসে আটক ছিলেন; অনেকে অত্মাগোপন করিয়া গোপনে কাজ করিতেছিলেন। ঠিক এই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধে যোগদানের ফলে যুদ্ধের প্রকৃতির পরিবর্তন হওয়ায় ভারত গভর্নমেণ্ট কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীদের জেল হইতে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কমিউনিস্ট পার্টি উপলব্ধি করে যে ফ্যাসিবাদের জয়লাভ জাতীয় মুক্তিকে ত্বরান্বিত করার পরিবর্তে বিপ্লবের দুর্গ সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস করিয়া সারা পৃথিবীতে ফ্যাসিস্ট সামাজ্যবাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিবে এবং তাহাতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ব্যাহত হইবে। অন্যদিকে ফ্যাসিবাদের পরাজয় সমাজ-তান্ত্রিক শিবিরের শক্তিবৃদ্ধি করিবে, পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদের শক্তি সামগ্রিকভাবে অনেক দুর্বল হইবে এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলন দুর্বার হইয়া উঠিবে। তাই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জনযুদ্ধের নীতি পার্টি গ্রহণ করে এবং তাহার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে জাতীয় আকাঙ্ক্ষাকে অগ্রসর করার নীতি অবলম্বন করে।

ভারত গবর্নমেণ্ট ১৯৪২ সালের জুনমাসে কমিউনিস্ট নেতাদের জেল হইতে মুক্তি প্রদান করেন; ২২শে জুলাই কমিউনিস্ট পার্টির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা উঠাইয়া লওয়া হয়। ইহার অল্পদিন পরেই আত্ম-গোপনকারী কমিউনিস্ট নেতাদের উপর হইতেও গ্রেপ্তারী পরওয়ানা তুলিয়া লওয়া হয়। কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ সুদীর্ঘকাল গোপন জীবন অতিবাহিত করিয়া আত্মপ্রকাশ করেন। এইভাবে তাঁহার বৈচিত্র্যময় বৈপ্লবিক কর্মজীবনের আর এক অধ্যায়ের সমাপ্তি হইল।

১৯৪২-৪৫ সালে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য

সরকারী দমননীতির বিরুদ্ধে ও জাতীয় নেতাদের মুক্তির জন্য চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল ও অন্যান্য মামলায় দণ্ডিত দীর্ঘমেয়াদী বন্দীদের মুক্তির জন্য, জাতীয় ঐক্যের জন্য, দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে জনগণকে বাঁচাইবার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি যে ব্যাপক আন্দোলন পরিচালনা করে কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ তাহাতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

যুদ্ধশেষে জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম এক নূতন বৈপ্লবিক পর্যায়ে উঠিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণ, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যুব ও ছাত্রদের মধ্যে এক নব জাগরণ মূর্ত হইয়া উঠিল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এবং শ্রমিকশ্রেণী এই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। আই এন এ দিবস, নৌ-বিদ্রোহ, রশিদ আলি দিবস উপলক্ষে শ্রমিক শ্রেণী, যুব ও ছাত্র সম্প্রদায় কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি শহরের পথে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে বীরত্বের সহিত লড়িয়া, প্রাণাহুতি দিয়া গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রচনা করিয়াছিল। কমিউনিস্ট পার্টির নেতা হিসাবে এই সব আন্দোলনে কমরেড মুজফ্‌ফরের অবদান খুব গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৪২ সালে কমিউনিস্ট পার্টির উপর হইতে গভর্নমেণ্ট নিষেধাজ্ঞ উঠাইয়া লইবার কিছুকাল পরেই বোম্বাই-এ কমিউনিস্ট পার্টির সেণ্ট্রাল কমিটির মিটিং হয়। ১৯৪৩ সালে বোম্বাই-এ কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। কমরেড মুজফ্‌ফর এই কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। ১৯৪৫ সালে তিনি নিখিল ভারত কিসান সভার নেত্রকোনা সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

পরবর্তীকালে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কিসান সভার অনেক বার্ষিক সম্মেলনেও তিনি যোগদান করিয়াছিলেন।

কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী, স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী, আবদুল্লা রসুল, গোপালন প্রমুখ কিসান সভার নেতাগণ কৃষক আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেই যুগে কিসান সভা এক বিরাট শক্তিশালী গণ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে গৌরব-জনক বিপ্লবী ভূমিকা পালন করিয়াছিল।

ইতোমধ্যে ভারতবর্ষ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদ ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগস্ট ভারতভূখণ্ডকে "ভারত" ও "পাকিস্তান" দুই দেশে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ক্ষমতা হস্তান্তর করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর—১৯৪৮ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে—কলিকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই ২১শে মার্চ কংগ্রেস সরকার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উপর প্রচণ্ড আঘাত হানিল। কমিউনিস্ট পার্টিকে গভর্নমেণ্ট বে-আইনী ঘোষণা করিল এবং সারা ভারতে শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনের উপর নির্মম দমননীতি শুরু করিল। শত শত কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মী গ্রেপ্তার হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। অনেকে পুলিসের গুলিতে নিহত হইলেন। কমিউনিস্ট নেতারা আত্ম-গোপন করিয়া গুপ্তভাবে গভর্নমেণ্টের অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সারা ভারতে সংগ্রাম পরিচালনা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে পুলিসের সহিত সম্মুখযুদ্ধে অনেক কমরেড শহীদ হইয়াছিল।

১৯৪৮ সালের ২৫শে মার্চ গভর্নমেণ্ট কর্তৃক কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ গ্রেপ্তার হইলেন। ছয় মাস পরে তিনি মুক্তিলাভ করেন; কিন্তু মুক্তিলাভের দুই দিন পরেই পুনরায় গ্রেপ্তার হইয়া কলিকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে নিবর্তন-মূলক আইনে আটক থাকেন। সেখান হইতে তাহাকে দমদম জেলে

পাঠান হয়। দমদম জেলে থাকাকালে কমিউনিস্ট বন্দীরা জেলে কংগ্রেসী সরকারের অত্যাচার নির্যাতন নিপীড়নের বিরুদ্ধে যে দীর্ঘকাল অনশন ধর্মঘট করিয়াছিলেন কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ বৃদ্ধ বয়সেও তাহাতে অংশ-গ্রহণ করিয়াছিলেন। কংগ্রেসী সরকারের গুলিতে দমদম জেলে তিনজন ও প্রেসিডেন্সি জেলে একজন বন্দী মৃত্যু বরণ করিয়া শহীদ হইয়াছিলেন। জেলে কমিউনিস্ট বন্দীদের প্রতি অত্যাচার নির্যাতনের প্রতিবাদে ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে লতিকা, প্রতিভা প্রমুখ মহিলা কমরেডরা কলিকাতার রাজপথে নিহত হইয়াছিলেন। ১৯৪৮ সাল হইতে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত কমরেড মুজফ্‌ফর জেলে নিবর্তনমূলক আইনে আটক ছিলেন। কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে সমস্ত সংগ্রামে তিনিও সম্মুখসারিতে ছিলেন।

১৯৫১ সালের মাঝামাঝি তিনি সুপ্রিমকোর্টের মামলা চলাকালীন সরকারী আদেশে মুক্তিলাভ করেন। এই সময়ে কংগ্রেস সরকারের নৃশংস দমননীতি ও সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে কমিউনিস্ট পার্টি খুব দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। তাহা ছাড়া আবার ভুলভ্রান্তি ও শিথিল আন্তঃপার্টি সংগ্রামের ফলে কমিউনিস্ট পার্টি শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। এই সমস্ত দুর্বলতা কাটাইয়া ১৯৫১ সালে কমিউনিস্ট পার্টি নূতন কার্যক্রম গ্রহণ করে: কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলন হয় এবং নূতন রাজনৈতিক প্রস্তাবও গৃহীত হয়। কমরেড মুজফ্‌ফর কমিউনিস্ট কনফারেন্সে যোগদান করিয়াছিলেন। এই পার্টি সম্মিলনে তিনি সেন্ট্রাল কমিটিতে নির্বাচিত হন। তিনি পলিট-ব্যুরোরও সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯৫২ সালে ভারতে যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাহার সাফল্যের জন্য তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার জেল হইতে মুক্তিলাভের কিছু আগেই "স্বাধীনতা" পুনঃ প্রকাশিত হয়। "স্বাধীনতার" নিজস্ব মেশিন ও প্রেস গঠন করিবার জন্য

মুজফ্‌ফর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ১৯৫১-৫২ সালে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন। ১৯৫৩ ও ১৯৫৬ সালে কমিউনিস্ট পার্টির মাদুরাই ও পালঘাট কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসাবে তিনি যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি নিয়মিত কমিটির মিটিংএ যোগ দিতেন। ১৯৫৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টির অমৃতসর কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি পার্টির বেজওয়াদা কংগ্রেসেও অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদ, কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ বা কাউন্সিল, কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিম বাংলার স্টেট কাউন্সিলের কার্যকরী কমিটি, এবং সেক্রেটারিয়েটের একজন বিশিষ্ট এবং নেতৃস্থানীয় সদস্য। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় কাউন্সিলের প্রায় সমস্ত মিটিং-এ যোগদান করিতেন।

১৯৫২ সালের পরে কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র দৈনিক "স্বাধীনতা"কে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং "গণশক্তি" প্রেসকে গড়িয়া তোলার জন্য তাঁহার অসীম উদ্যম, নিঃস্বার্থ পরিশ্রম আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

১৯৬০ সালে নবপর্যায়ের আট পৃষ্ঠার "স্বাধীনতা" প্রকাশের জন্য পূর্ণাঙ্গ রোটারি মেশিন ক্রয় করার সিদ্ধান্ত হয়। কমরেড মুজফ্‌ফর অর্থ সংগ্রহ হইতে শুরু করিয়া প্রেস প্রতিষ্ঠা, মেশিন খরিদ প্রভৃতির সমস্ত আয়োজনে নিজে উৎসাহ ভরে কাজ করিয়াছেন এবং কমরেডদের উৎসাহিত করিয়াছেন।

এই বৃদ্ধ বয়সেও কমরেড মুজফ্‌ফর সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৫৭ ও ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গে

বিরাট রাজনৈতিক সংগ্রামের রূপ গ্রহণ করে। কমিউনিস্ট পার্টি উদ্যোগ লইয়া গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করে এবং কংগ্রেসের একচ্ছত্র ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করে। ১৯৬২ সালের বিকল্প সরকারের শ্লোগান জনগণের মনে বিরাট সাড়া জাগাইয়াছিল। এই দুই নির্বাচন-সংগ্রামেই কমরেড মুজফ্‌ফর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। ১৯৫৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে যখন অভূতপূর্ব খাদ্য আন্দোলন হয় তখন অনেক কমিউনিস্ট নেতা গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন বা কেহ কেহ আত্মগোপন করিয়া কাজ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তখন যাঁহারা প্রকাশ্যে থাকিয়া আন্দোলন পরিচালনে সাহায্য করিয়াছেন, কমরেড মুজফ্‌ফর ছিলেন তাঁহাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। বৃদ্ধ বয়সে দুর্বল শরীরে তাঁহার এইরূপ পরিশ্রম আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করে।

মার্কসীয় সাহিত্য প্রকাশ ও প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি "ন্যাশনাল বুক এজেন্সিকে" ভালোভাবে গড়িয়া তোলার জন্য প্রচুর সময় ও শক্তি নিয়োজিত করেন। কমিউনিস্ট সাহিত্যের প্রচার এবং মার্কসীয় সাহিত্যের বঙ্গানুবাদ ইত্যাদি কার্যে ন্যাশনাল বুক এজেন্সির ভূমিকা প্রশংসনীয়। কমরেড মুজফ্‌ফর ন্যাশনাল বুক এজেন্সির ডাইরেক্টরদের মধ্যে অন্যতম। ন্যাশনাল বুক এজেন্সির তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার কাজে তিনি যথেষ্ট সময় ব্যয় করিতেন। ন্যাশনাল বুক এজেন্সিকে জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ ও অধ্যবসায়ের সীমা ছিল না। কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ শুধু রাজনৈতিক, বিপ্লবী, কমিউনিস্ট নেতাই নন, তিনি একজন প্রভাবশালী বিদগ্ধ সুলেখকও বটেন। তাঁহার ৪৩ বৎসরের সংগ্রামশীল, বীরত্বপূর্ণ ও গৌরবোজ্জ্বল রাজনীতিক জীবনের ঘটনাবলীর সহিত যাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত তাঁহারা জানেন ভারতবর্ষের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক পার্টি কমিউনিস্ট পার্টিকে সুদৃঢ়

ভিত্তিতে, সুসংহত ও সুশৃঙ্খলভাবে গড়িয়া তোলার জন্য মুজফ্‌ফর কত দুর্বিষহ ক্লেশ ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার ঘটনাবহুল বৈচিত্র্যময় বৈপ্লবিক জীবন প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতী মানুষের চিত্তকে উদ্দীপ্ত করিবে এবং তাঁহাদের প্রাণে বৈপ্লবিক সাড়া আনিয়া দিবে।

কমরেড মুজফ্‌ফর বিভিন্ন সংবাদপত্রে, মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় এবং "স্বাধীনতা"য় সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় বিবিধ যুক্তিপূর্ণ, চিন্তাশীল, মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির জন্য বহু পুস্তিকা, প্রচারপত্র ও ইশ্‌তেহার রচনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, কমরেড মুজফ্‌ফর কয়েকখানা বই লিখিয়াছেন। কৃষক-আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁহার লেখা "কৃষক-সমস্যা" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের একখানা জীবনী লিখিয়াছেন—"কাজী নজরুল প্রসঙ্গে : স্মৃতিকথা।" এই পুস্তকে নজরুলের জীবন-কাহিনী ছাড়াও কমরেড মুজফ্‌ফরের অতীত দিনের জীবনের অনেক কাহিনী জানিতে পারা যায়। এই পুস্তকে কমরেড মুজফ্‌ফরের সাহিত্যিক-যোগ্যতা এবং নজরুল-সাহিত্য সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় মেলে। কমিউনিস্ট-আন্দোলন সম্পর্কে তিনি একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়াছেন—"ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ"। এই পুস্তকে কমিউনিস্ট-আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ছাড়াও প্রথমযুগের অনেক ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। "প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট-পার্টি গঠন" সম্বন্ধে তিনি তথ্যপূর্ণ আর একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। এই বই-এ তিনি তাসখন্দে কিভাবে প্রথমে ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট-পার্টি গঠিত হইয়াছিল তাহার বিশদ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। কমিউনিস্ট

পার্টি গঠনের জন্য অতীত দিনের ঘটনাবলী ও ইতিহাস জানিবার পক্ষে তাঁহার বইগুলি অত্যন্ত মূল্যবান।

কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁহার যৌবনকালে যে আদর্শের জন্য রাজনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আজ তাঁহার বার্ধক্যে —৭৪ বৎসর সমাপ্তির মুখেও—তিনি উত্তুঙ্গ হিমাদ্রী-শিখরের মতো মাথা উঁচু করিয়া সেই আদর্শের জন্য, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের জন্য, কমিউ-নিজমের জন্য নির্ভীক ও আপসহীন সংগ্রাম করিতেছেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূলনীতিগুলি সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্। মুজফ্‌ফরের বৈচিত্র্যময় বৈপ্লবিক কর্ম-জীবন সাফল্যমণ্ডিত হইবেই। ইহাই হইতেছে মুজফ্‌ফরের বিপ্লবী-জীবন এবং কর্মধারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।

চতুঃসপ্ততিতম জন্মবার্ষিকী সংস্থার বিবৃতি

আগামী ৫ই আগস্ট, ১৯৬৩ সাল, শ্রদ্ধেয় জননেতা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ৭৫ বৎসরে পদার্পণ করিবেন। এই উপলক্ষে আমরা উক্ত দিবসে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ মহাশয়ের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য জনগণের কাছে এবং বিভিন্ন গণ-সংগঠনের কাছে আবেদন জানাইতেছি।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ-এর জীবন দেশ ও জনগণের স্বার্থে আজীবন-ব্রতী আদর্শনিষ্ঠ সংগ্রামের জীবন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন নয়, আমরা চাই ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা—এই দৃপ্ত ঘোষণা যাঁহাদের কণ্ঠে প্রথম ধ্বনিত হইয়াছিল, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তাঁহাদের অন্যতম।

নিরুপদ্রব সত্যাগ্রহ নয়, ব্যক্তিগত সন্ত্রাসসৃষ্টিও নয়; সুসংগঠিত গণ-আন্দোলনই হইল আমাদের অভীষ্ট সাধনের একমাত্র পন্থা—এই দৃঢ় প্রত্যয় যাঁহাদের মুখে প্রথম ঘোষিত হইয়াছিল, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তাঁহাদের অন্যতম।

শ্বেতকায় শাসকবর্গের পরিবর্তে অ-শ্বেতকায় শাসকবর্গের ক্ষমতায় অধিষ্ঠানই যথেষ্ট নয়, আমরা যাহা চাই তাহা হইল স্বাধীন ও সমাজতান্ত্রিক এক ভারতবর্ষ—ভবিষ্যৎ ভারতের এই চিত্র যাঁহারা প্রথম উপস্থিত করিয়াছিলেন, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তাঁহাদের অন্যতম।

একদিকে পত্র-পত্রিকা ও পুঁথি-পুস্তকের মধ্য দিয়া মার্কসবাদী ভাবাদর্শের অনলস ও অকুতোভয় প্রচারকার্য আর অন্যদিকে তদুপযোগী

সংগঠন ও আন্দোলন গড়িয়া তোলা ও পরিচালনার জন্য তিলে তিলে আত্মদান—ইহাই হইল মুজফ্ফর আহ্মদ-এর কর্মজীবনের অত্যুক্তিহীন পরিচয়।

বিস্ময় ও বেদনার কথা এই যে, স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে উৎসর্গিতপ্রাণ ভগ্নস্বাস্থ্য বার্ধক্যপীড়িত এই জননায়ককে আজ স্বাধীন ভারতের সমাজতন্ত্র-প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকৃত সরকার 'ভারত রক্ষা বিধি'বলে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন!

আমরা সরকারের কাছে আবেদন করিতেছি : **অবিলম্বে মুজফ্ফর আহ্মদ-এর মুক্তি দেওয়া হউক!**

আমরা জনগণের কাছে এবং বিভিন্ন সংগঠনের কাছে আবেদন জানাইতেছি তাঁহারা যেন উপযুক্ত অনুষ্ঠান অনুসারে ৫ই আগস্ট তারিখে মুজফ্ফর আহ্মদ মহাশয়ের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করেন এবং সভা-সমাবেশের মাধ্যমে সরকারের কাছে মিলিত কণ্ঠে দাবি তোলেন : **অবিলম্বে মুজফ্ফর আহ্মদ-এর মুক্তি চাই!**